সমকাল

তারিখ 16 APR 2015
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

রাবি উপাচার্যকে শাসালেন সাংসদ!

■ রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) উপাচার্যকে রাজশাহী-১ আসনের সাংসদ ওমর ফারুক চৌধুরী টেবিল চাপড়ে শাসিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল বুধবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দপ্তরে এ ঘটনা ঘটে। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে সাংসদ ওমর ফারুক চৌধুরী বলেন, 'উপাচার্যের সঙ্গে সৌজন্যতা বজায় রেখেই আমি সাক্ষাৎ করেছি।'

ওমর ফারুক চৌধুরী রাজশাহী-১ (তানোর-গোদাগাড়ী) আসনের সাংসদ এবং রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনিয়মের অভিযোগে রাজশাহীর শাহ মখদুম মেডিকেল কলেজকে জরিমানা করার জের ধরে এ ঘটনা ঘটে। সাংসদ ওমর ফারুক ওই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। উপাচার্যের দপ্তর সূত্রে জানা যায়, গতকাল সকাল থেকে উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ মিজানউদ্দিনের দপ্তরে মেডিকেল কর্মকর্তা নিয়োগের বোর্ড চলছিল। দুপুর ১টার দিকে উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মুঠোফোনে যোগাযোগ করেন সাংসদ ওমর ফারুক। কিন্তু উপাচার্য নিয়োগ বোর্ডে থাকায় তার সঙ্গে পরে দেখা করতে চান। এর ১০ মিনিট পরেই সাংসদ ওমর ফারুক, তার ব্যক্তিগত সহকারীসহ চার-পাঁচজন উপাচার্যের দপ্তরের অপেক্ষমাণ কক্ষে প্রবেশ করেন। তার পর সেখানকার অফিস পিয়নরা উপাচার্যকে সাংসদ আসার খবর দিলে উপাচার্য নিয়োগ বোর্ড সংক্ষিপ্ত করেন। এর পর সাংসদ উপাচার্যের কক্ষে প্রবেশ করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক চৌধুরী সারওয়ার জাহানসহ নিয়োগ বোর্ডের কয়েকজন সদস্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কক্ষে প্রবেশ করে সাংসদ উপাচার্যের সঙ্গে উচ্চবাচ্য করেন এবং টেবিল চাপড়ে উপাচার্যকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন।

যোগাযোগ করা হলে উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ মিজানউদ্দিন বলেন, 'সাংসদের পরিচালিত মেডিকেল কলেজটিতে একাডেমিক অনুমোদন ছাড়াই ছাত্রভর্তি করাসহ নানা অসংগতির কারণে কলেজ পরিদর্শক দল কলেজটি পরিদর্শন শেষে জরিমানা করে। সেটা নিয়ে কথা বলতে তিনি দপ্তরে এসে খারাপ ব্যবহার করেন।'